বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি

আনিসুর রহমান

১৮৭৭ সালের প্রচন্ড খরা আর দুর্ভিক্ষে বৃটিশ ভারতে প্রায় ১ কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। সে সময় অষ্ট্রেলিয়াতেও প্রচন্ড খরা দেখা দিয়েছিল। দু'দেশের আবহাওয়া দপ্তরের প্রধানরা ব্যাপারটা লক্ষ্য করে খুব অবাক হয়েছিলেন। এত দূরের দু'টি দেশে একই সাথে খরা এবং একই সাথে অতি বৃষ্টি হচ্ছে কিভাবে। অনেক জল্পনা কল্পনা এবং গবেষণার পর ১৯১০ সালের দিকে ব্যাপারটি ধীরে ধীরে পরিস্কার হতে শুরু করে। এই দূরসংযোগের যোগসুত্র প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল জলরাশি।

প্রশান্ত মহাসাগরের দুই পাড়ের পানির তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য আছে। একদিকের পানি গরম, অন্যদিকের পানি ঠান্ডা। তাপের পার্থক্য ৫ থেকে ৭ ডিগ্রী। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই ঠান্ডা আর গরম পানি কয়েক বছর পর পর পাড় পরিবর্তণ করে। কখনো এপাড়ে ঠান্ডা ওপাড়ে গরম আবার কখনো এপাড়ে গরম ওপাড়ে ঠান্ডা। গরম পানি থেকে মেঘ সৃষ্টি হয় বেশী তাই বৃষ্টিও বেশী। অন্য পাড়ে ঘটে তার বিপরীত। এশিয়া আর অষ্ট্রিলিয়া যখন বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে তখন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মাঠ ঘাট ফেটে চৌচির। আবার ওদিকে যখন বৃষ্টি তখন এপাড়ে পানির অভাবে মানুষ দিশেহারা।

গরম পানির দিকটির আবহাওয়া দপ্তরের দেয়া নাম "লা নিনিয়া" আর ঠান্ডা দিকটির নাম "এল নিনিও"। স্পানিশ ভাষা থেকে নেয়া "লা নিনিয়া" শব্দটির অর্থ "ছোট মেয়ে" আর "এল নিনিও" মানে "ছোট ছেলে"। এমন অদ্ভুত নামকরণের কারণ আবহাওয়াবিদরাই ভাল বলতে পারবেন। আমরা শুধু বলতে পারি - এইযে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সিডনীতে একটানা বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি, তার কারণ। আমাদের উপকূল এখন "লা নিনিয়া" নামের ছোট্ট একটি মেয়ের দখলে।